১৪-০২-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রী শ্রীর শ্রেষ্ঠ মতে চললেই তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে । নিশ্চয় বা বিশ্বাসের মধ্যেই বিজয় নিহিত আছে

প্রশ্ন - ঈশ্বর পরিচালিত রচনায় কোন বিশেষত্ব অবশ্যই থাকা উচিত ?

উত্তর - সব সময় প্রফুল্ল থাকা । ঈশ্বর রচিত মুখ দ্বারা যেন সর্বদা জ্ঞান রত্ন বেরোতে থাকে । চলার ভঙ্গী যেন মার্জিত হয় । বাবার নাম বদনাম হবে, এমন চলন যেন না হয় । কান্নাকাটি, মারামারি, অশুদ্ধ ভোজন - এ সব ঈশ্বরীয় সন্তানের চিহ্ন নয় ।
যাদের ঈশ্বরীয় সন্তান হচ্ছে, তারা যদি কেউ কোনও অকর্তব্য করে, তবে বাবার সম্মান হানি হয় ; তাই বাচ্চাদের অনেক ভাবনা চিন্তা করে চলা উচিত । সবসময় ঈশ্বরীয় নেশাতে প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

ওম্ শান্তি । বাবাকে বাচ্চাদের মুখ দেখতে হয় । এরা কেউ সাধু সন্ত নয়, এখানে বাপদাদা আর বাচ্চারা । একে বলে ঈশ্বরীয় কুটুম্ব পরিবার । ঈশ্বর মানে পরমপিতা যাঁর সন্তান ব্রহ্মা আর তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী । ইনি হলেন বিশ্বের ফাদার । এমনিতে দুনিয়ায় তিন জন ফাদার হন । এক হলেন নিরাকার বাবা, দ্বিতীয় জন ব্রহ্মাবাবা, তৃতীয় জন হলেন লৌকিক বাবা । কিন্তু একথা কারও জানা নেই । চিত্র ইত্যাদি তৈরি হয় কিন্তু জানেনা ইনি কবে এসেছিলেন ? শিবেরও ছবি আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করেরও ছবি আছে, কিন্তু এনারা কি পার্ট পালন করেন, কেনই বা এনাদের নাম-গান করা হয় কেউ জানেনা । হয়তো অনেক পড়াশোনা করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বক্তৃতা শুনতে যায়, কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের তুলনায় তারা কিছুই জানেনা । একদম তুচ্ছ বুদ্ধি, বাবা-ই এসে তোমাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ করে তোলেন । তোমরা সব কিছু জানো । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর বাবা উনি-ই এখন নতুন রচনা রচিত করছেন । নতুন দুনিয়াতে নতুন সৃষ্টি চাই - তাই না ? গান্ধীজীও বলতেন নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য চাই । ভারতই সেই সত্যযুগী রাজ্য ছিল । সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য তারপর চন্দ্র বংশীয় রাজত্ব শুরু হলে সূর্য বংশীয় প্রায় লুপ্তপ্রায় হয়ে যায় ; তখন বলা হয় চন্দ্রবংশীয় রাজ্য । হ্যাঁ, তারা জানে যে লক্ষ্মী -নারায়ণই রাজত্ব করে এসেছে, কিন্তু বলা হয় রাম-সীতার রাজ্য । ব্রহ্মা কোনও সৃষ্টিকর্তা নন । রচনাকারী হলেন বাবা । শিববাবা রচনা করেন, এসে বলেন যে কি করে উনি এই রচনা রচিত করেছেন । ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণদের রচিত করি, সুতরাং বাবার কাছ থেকেই নিশ্চয়ই বর্সা পাওয়া উচিত । এই সামান্য কথাটাও যদি কেউ বুঝতে পারে ত ২১ জন্মের জন্য অহো! সৌভাগ্য! কখনও দুঃখী বা বিধবা হবে না । কারও বুদ্ধিতেই পুরো নেশা নেই অথচ কত সহজ এটা ।

গান - আমার ভাগ্য জাগিয়ে নিয়ে এসেছি •••••

ওম্ শান্তি। তোমরা এই পাঠশালায় আসো, কিসের পাঠশালা ? শ্রীমত ভগবতের পাঠশালা । তারপর এর নাম গীতা রাখা হয়েছে । শ্রীমত শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার, উনিই বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন । আগে তো তোমরা রাবণের আসুরি মতে চলে এসেছ । এখন ঈশ্বর বাবার মত পাচ্ছ । আমি শুধুই তোমাদের বাবা নই । আমি একাধারে তোমাদের বাবা, শিক্ষক আবার সদগুরু । যারা আমার

হয়, বলে – শিববাবা, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা আমি তোমার হয়ে গেছি । প্রতিজ্ঞা করে বাবা আমি তোমার, তোমার হয়েই থাকব । বাবাও বলেন তুমি আমার এখন আমার মতে চলো । শ্রীমতে চললে তুমিও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে কথা দিচ্ছি । কল্প আগেও তোমাকে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী বানিয়েছিলাম । এমন কথা কোনও মানুষ বলতে পারবে না । এটা একমাত্র বাবাই বলতে পারেন যে বাচ্চারা আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানাই । সত্য যুগ আল্লার দুনিয়া । ভগবান ভগবতীকে আল্লা বলে । এই সময় সব উল্টো ঝুলে আছে । চিল এসে ঠোক্কর মারে না ! মায়াও এখানে এসে ঠোক্কর মারছে । দুঃখী হতে থাক । এখন বাবা এসে বলেছেন তোমাদের এই দুঃখ থেকে, বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাব । এখন ক্ষীর সাগর তো কোথাও নেই । বলা হয়ে থাকে বিষ্ণু সূক্ষ্মবতনে ক্ষীর সাগরে থাকেন । এটা হল মহিমা । এখন আমি জ্ঞানের সাগর তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছি । তোমরা কামচিতায় বসে জ্বলে কালো হয়ে গেছ, আমি এসে তোমাদের জ্ঞান রূপী বর্সা দিই যাতে তোমরা ফর্সা হতে থাক । শাস্ত্রে আছে সাগর রাজার সন্তানেরা জ্বলে মরেছিল । কথা তো অনেক বানিয়ে বলে দিয়েছে । এখন বাবা এসে বলেছেন তোমাদের এই সব কথা বুদ্ধি থেকে বের করে দিতে হবে । এখন আমার কথা শোনো । সংশয় বুদ্ধি বিনাশন্তি আর আমার প্রতি নিশ্চিত থাকো, তো নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তি । বিজয় মালার হতে পারবে । মালার রহস্যও তোমাদের বুঝিয়েছি । যে যথার্থ সেবা করে সে-ই বিজয় মালা তৈরি হয় । সবচেয়ে ভালো সেবাধারী রুদ্র মালার দানা হয় । তারপর বিষ্ণুর মালার প্রথম দিকে যাবে । নম্বর অনুযায়ী ১০৮, তারপর ১৬ হাজারকে যুক্ত কর । এমনটা নয় যে সত্য আর ত্রেতায় শুধু ১০৮ রাজপুত্র রাজকন্যা থাকবে। বৃদ্ধি পেতে থাকবে । প্রজা বৃদ্ধি পেলে রাজপুত্র রাজকন্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে । বাবা বলেন কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা কর । আমার মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে জানলে তোমরা সৃষ্টি রূপী ঝাড়কে জানতে পারবে । এই ঝাড় কখনও পুরানো হয় না । ভক্তি মার্গ কখন শুরু হয় তা তোমরা জান । এটা হলো কল্প বৃক্ষ, নীচে কামধেনু বসে আছেন ; নিশ্চয়ই ওনার বাবাও আছেন । এখন তোমরাও কল্পবৃক্ষের নীচে বসে আছ, এরপর তোমাদের নতুন ঝাড় শুরু হবে । প্রজা তো লক্ষাধিক হয়ে গেছে আরও তৈরি হচ্ছে । রাজা হওয়া এখানে কিছু মুশকিল । সাধারণ আর গরীবরাই লাভবান হয় ।

বাবা বলেন আমি দীনবন্ধু, দান তো গরীবদের ই দেওয়া হয় । অহল্যা, কুব্জা , পাপ আত্মা যারাই আছে আমি তাদেরই বরদান দিই । তোমরা সন্ন্যাসীদেরও জ্ঞান শোনাবে । ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ দেবতা হতে পারবে না । যে দেবতা বর্ণের ছিল সে-ই ব্রাহ্মণ বর্ণে আসবে আবার দেবতা বর্ণে যেতে পারবে । তুমি মাতাপিতা •• গায় তো সবাই কিন্তু এখন তোমরা বাস্তবে আছ । এ হলো ব্রাহ্মণদের নতুন রচনা, সবার উপর ব্রাহ্মণ, সর্বোচ্চ হলেন ভগবান তারপর ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় । তোমাদের অতি নেশা থাকা উচিত । আমরা ঈশ্বরের পৌত্র পৌত্রী প্রজাপিতার সন্তান । ঈশ্বরীয় সন্তানদের তো সদা খুশিতে থাকা উচিত । কখনওই কান্নাকাটি করা উচিত নয় । এখানে অনেক ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়েও কান্নাকাটি করে বিশেষ করে কুমারীরা। পুরুষরা কান্নাকাটি করে না । কান্নাকাটি করে নাম বদনাম করে, তারা মায়ার বশবর্তী দেখা যায় । বাবার বশবর্তী নয় দেখা যায় । বাবা ভেতরে তো বোঝেন বাইরে থোড়াই প্রকাশ করবেন, নয়তো আরও নীচে নামতে থাকবে । বাবা বলেন নিজেকে সামলাও । সদগুরুর নিন্দা যারা করে তারা কখনওই পার পায় না । তারা বুঝে নেয় রাজসিংহাসন কখনওই পাবে না । তোমাদের তো সদা খুশিতে থাকা উচিত । এখন খুশিতে থাকলে ২১ জন্মও খুশিতে থাকতে পারবে । ভাষণ দেওয়া খুব সহজ, এমন বড়ো কিছু

নয় । কৃষ্ণের মতো হতে হবে । তাহলে এখন থেকে খুশিতে থাক আর মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন দান কর । আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে জ্ঞান পাচ্ছি । যা আমি আত্মা ধারণ করছি তাই আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে । যেমন বাবা শরীর লোন নিয়ে দান করে যাচ্ছেন দিচ্ছেন এমনই অবস্থা হওয়া উচিত । বাবা বাইরে থেকে যতই ভালবাসা দিন না কেন, কিন্তু দেখেন যে আচরণে চলনে কে বদনাম করে চলেছে সে বাবার অন্তরে ঠাঁই পাবে না । বাবার কাছে সংবাদও পৌছায় ঈশ্বরীয় সন্তান তবে কান্নাকাটি কিসের ? সম্মান তো ঈশ্বরের যাবে তাই না ! কান্নাকাটি করে, লড়াই ঝগড়া করে, অশুদ্ধ ভোজন করে । দেবতারা কান্নাকাটি করত যদি সেটা হতো অন্য কথা কিন্তু এ তো স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান, সে যদি কান্নাকাটি করে তবে কি গতি হবে ? এমন অকর্তব্য কাজ হওয়া উচিত নয় যেখানে বাবার সম্মান-হানি হয় । প্রতিটি কথা বুঝে চলা উচিত । ঈশ্বর তোমাকে পড়াচ্ছেন ।

এই সময় যত মানুষ ততই মত, একের সাথে অন্যের মেলে না । বাবা এসে বোঝাচ্ছেন এখানে তোমরা এসে বসেছ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করতে । শ্রেষ্ঠ ভাগ্য পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারবে না । সত্য যুগ সৃষ্টির আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণ, সে ত ভগবানই রচনা করেন । লক্ষ্মী - নারায়ণকে রাজ্য কিভাবে দিয়েছেন ? যথা রাজারাণী তথা প্রজা কিভাবে হয়েছে কেউ জানেনা । বাবা বুঝিয়েছেন কল্পের সঙ্গমযুগে এসে আমিই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করি । বাবা বলেন তোমাদের রাজতিলক দিচ্ছি । আমি স্বর্গের রচয়িতা তোমাদের রাজতিলক দেব না তো, কে দেবে? কথায় আছে না তুলসীদাস চন্দন ঘষছেন ••••• একথা এখনকার । বাস্তবে রাম শিববাবাই । চন্দন ঘষার কথা নয় । মনে মনে বুদ্ধি দ্বারা বাবা আর বর্সাকে স্মরণ কর । মায়াপুরীকে ভুলে যাও এতে শুধুই দুঃখ । এটা হল কবরস্থান । মিষ্টি বাবা আর মিষ্টি সুখধামকে স্মরণ কর । এই দুনিয়া ত বিনাশ হবে । বিদেশে তো বম্বস ইত্যাদি পড়ে সব বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ে যাবে, সবাইকে মরতে হবে । নোংরা আবর্জনা সব শেষ হয়ে যাবে, দেবতারা নোংরা স্থানে বাস করতে পারে না । লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয় সব পরিষ্কার করে তাই না! এখন লক্ষ্মী - নারায়ণ আসবে তাই সারা সৃষ্টি পরিষ্কার হবে, বাকি খন্ড সব শেষ হয়ে যাবে তারপর ই দেবতারা আসবেন। ওনারা এসে মহল তৈরি করবেন । বম্ব এত ছিলই না । গ্রাম ছিল । এখন দেখ কি হয়ে গেছে, এমনটাই আবার হবে আর খন্ড থাকবে না । সত্য যুগে খরজলে গ্রাম থাকে না । মিষ্টি জলের পাড়ে থাকে । তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । মাদ্রাজ ইত্যাদি থাকে না । বৃন্দাবন, গোকুল ইত্যাদি নদী পারে থাকে। বৈকুন্ঠের মহল ওখানেই দেখানো হয়। তোমরা জান আমরা এখানে এসেছি নর থেকে নারায়ণ হতে । শুধু মনুষ্য থেকে দেবতা এটা বোলো না । দেবতাদের তো রাজধানী আছে না ! আমরা এসেছি রাজ্য নিতে । একে বলাই হয় রাজযোগ । এটা কোনও প্রজাযোগ নয় । আমরা পুরুষার্থ করে বাবার থেকে সূর্য বংশী রাজ্য নেব । বাচ্চাদের রোজ জিজ্ঞাসা করা উচিত কোনও ভুলচুক হলো না ত ? কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? ডিস-সার্ভিস হল না তো ? অল্প সার্ভিসে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া উচিত না । জিজ্ঞাসা করা উচিত সারাদিন কি করেছ ? মিথ্যে বলেছ তো নীচে নামতে থাকবে । শিববাবার কাছে কিছু লুকানো থাকে না । এমন ভেবো না কে আর দেখছে ? শিববাবা তো চট করেই বুঝে যাবেন । বেকারই নিজের ক্ষতি হবে । সত্য যেখানে মন খুশিতে নাচে সেখানে.... আনন্দে সদা হাসিখুশি থাকা উচিত । দেখ স্ত্রী পুরুষ আছে কিন্তু একজনের সৌভাগ্যে স্বর্গের বাদশাহি আছে আর একজনের ভাগ্যে তা নাও হতে পারে । কারও সৌভাগ্য হয়েছে যারা দুজনেই হাতে হাত রেখে এগিয়ে এসেছে যে, আমরা জ্ঞান চিতায় বসে একসাথে যাব ।

তোমরা বাচ্চারা জগদম্বা মায়ের পরিচয় (বায়োগ্রাফি) জানো আর কেউ 84 জন্ম মানবে না । ওনাকে বহুভূজা দেখানো হয়েছে । মানুষ তো বুঝবে ইনি তো দেবতা, জন্ম - মৃত্যু রহিত । আরে ! চিত্র তো মানুষের তাই না ? মানুষের এত বাহু তো হয় না । বিষ্ণুরও চার বাহু দেখানো হয়েছে, প্রবৃত্তিকে প্রমাণিত করার জন্য । এখানে তো দুটি বাহুই হয় । মানুষ তো নারায়ণের ৪ বাহু, লক্ষ্মীর দুটি বাহু দেখিয়েছে, কোথাও কোথাও আবার লক্ষ্মীরও ৪ বাহু দেখিয়েছে। নারায়ণকে শ্যাম বর্ণ আর লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণ করে দিয়েছে, কারণ কিছুই জানে না । তোমরা এখন জান দেবতা যারা ফর্সা ছিল তারাই দ্বাপরে এসে যখন কামচিতায় বসে তখনই আত্মা কালিমা লিপ্ত হয় । তারপর বাবা এসে আবার কালো থেকে ফর্সা বানান । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার ভালবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) মিষ্টি বাবা আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । এই মায়াপুরিকে ভুলে যেতে হবে ।

২) সার্ভিসে কখনও ক্লান্ত হলে চলবে না । বিজয় মালাতে আসতে হলে অক্লান্ত সার্ভিস করতে হবে । শিববাবার প্রতি সৎ থাকতে হবে । কোনও ভুলচুক যেন না হয় । কাউকে দুঃখ দেবে না ।

বরদান : এক বহ্নিশিখার পিছনে বহ্নিপতঙ্গ হয়ে আত্মাহূতি দেওয়া কোটির সেরা একজন শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব

সারা বিশ্বে কোটির মধ্যে কেউ, আবার এর মধ্যেও কেউ এক শ্রেষ্ঠ আত্মা আমি, যে নিজে এটা অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভব করেছে যে, আমিই কল্প পূর্বের শ্রেষ্ঠ আত্মা যে নিজেকে বাবা বহ্নিশিখার কাছে আহূতি দিয়েছে । আমরা পিছন পিছন ঘুরে বেড়ানো আত্মা নই । বহ্নিপতঙ্গ হয়ে সমর্পিত হয়ে যাব । সমর্পিত হওয়া মানে মরে যাওয়া । এইরকম জ্বলে মৃত্যু বরণ করার মতো বলিহারি হয়েছ ত ? জ্বলে যাওয়াই হলো বাবার হয়ে যাওয়া । জ্বলে যাওয়া অর্থাত্ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়া ।

স্লোগান : বাবার সাথে মিলন আর সর্ব প্রাপ্তির আনন্দে থাকাই হলো সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব ।